৬/৭/2000

দৈনিক সংবাদ

পৃষ্ঠা ৭

শরীয়তপুরে জনবল না বাড়িয়েই উপবৃত্তি চালু ॥ শিক্ষার মান হ্রাসের আশংকা

মোবারেক উদ্দিন আহমেদ ঃ শরীয়তপুরের প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলোতে জনবল বৃদ্ধি না করেই গত বছরের জানুয়ারি মাস থেকে প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে উপবৃত্তির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠদানের বাইরে এখন প্রচুর সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। সে কারণে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মান হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। আর এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়বে জেলার প্রায় ১ লাখ ৬২ হাজার ছাত্রছাত্রী।

শরীয়তপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অধীনে বর্তমানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ৫৭। এর মধ্যে জেলা অফিসে ৭, সদর উপজেলায় ৯, নড়িয়া উপজেলায় ৯, ডামুড্যা উপজেলায় ৬, ভেদরগঞ্জ উপজেলায় ৯, জাজিরা উপজেলায় ৭ ও গোসাইরহাট উপজেলায় ৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। এছাড়া জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশ কিছু শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে এ অল্পসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষতায় নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদানের বাইরে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি, উন্নয়ন কর্মসূচি, আইডিয়াল প্রজেক্ট প্রশিক্ষণ, মডেল স্কুল কার্যক্রম, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, অ্যাকাডেমিক কাজ, বই বিতরণ, স্বাস্থ্য ও স্যানেটারি বিষয়ক কাজ, শিশু জরিপ, নির্বাচনের কাজ, ভোটার তালিকা তৈরির কার্যক্রম ইত্যাদি। উল্লেখিত কাজকর্ম করতে গিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাঁপিয়ে উঠতে হচ্ছে। এত কিছুর পরও জেলার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির আওতায় বাইরের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, শরীয়তপুরে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে উপবৃত্তি চালুর পূর্বেই জেলা ও প্রত্যেক উপজেলায় আলাদা আলাদা অফিস ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী থাকা সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত প্রকল্পের জন্য আলাদা অফিস ও জনবল বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন কি।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শরীয়তপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বছরের ৩শ ৬০ দিনের মধ্যে সরকারি ও অন্য ছুটি ৭৫ দিন বাদ দিলে ক্লাস চলার কথা ২শ ৯৫ দিন; কিন্তু শিক্ষক সংকট, শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং জাতীয় দিবসসমূহ পালন, বেতন উত্তোলন ইত্যাদি কার্যক্রম করতে আরও প্রায় ৯৫ দিন শেষ হয়ে যায়। ফলে শিক্ষকরা বছরে ক্লাস করতে পারছেন বড় জোর ২শ দিন অর্থাৎ ৬ মাস ২০ দিন। এ ৬ মাস ২০ দিনে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা করে ৩টি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে গিয়ে অনেকেই খুব একটা ভাল রেজাল্ট করতে পারছে না। এ অবস্থায় উপবৃত্তির কাজ শিক্ষকদের দিয়ে করানো হলে জেলায় প্রাথমিক মান সত্যিকার অর্থেই হ্রাস পাবে এবং এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়বে জেলার প্রায় ১ লাখ ৬২ হাজার ছাত্রছাত্রী।